সংবাদ

AUG. 02 2006

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ভার্সিটিতে অতিরিক্ত জনবল ১৪৮০!

রুকনুজ্জামান অঞ্জন

প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে দেশের অধিকাংশ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হলেও চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত সাড়ে ৪ বছরে শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পদে ১ হাজার ৪৮০ জনকে অতিরিক্ত নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৯৮০ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ২০০৩ সালের পর। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়টিতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে এখনও নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। দলীয় বিবেচনায় পদ পূরণ করতে তড়িঘড়ি করে ইন্টারভিউ নেয়ার দিন থেকেই নিয়োগ প্রদান ও কাজে যোগদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গত ২৮ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এডহক নিয়োগ, অনুমোদিত পদের অতিরিক্ত নিয়োগ, অপ্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টিসহ সব ধরনের পদে নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

সূত্র জানায়, আইপিজিএমআর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার সময় শুধু চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগে রোগীর বেড সংখ্যা ছিল ১০টি, বিপরীতে এ বিভাগে ৬ জন শিক্ষক ও ৪ জন

জনবল পৃ: ১১ ক: ৬

জনবল : ১৪৮০

(১ম পৃ. পর)

মেডিকেল অফিসার নিয়ে মোট জনবল ছিল ১০ জন। গত সাড়ে ৪ বছরে এ বিভাগে রোগীর সুবিধার জন্য বেডের সংখ্যা একটিও বাড়ানো হয়নি; কিন্তু শিক্ষক ও মেডিকেল অফিসার মিলিয়ে মোট জনবল দাঁড়িয়েছে ৬৪ জনে। শুধু এ একটি বিভাগ নয়, পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করতে জোট সরকার দফায় দফায় বিভিন্ন বিভাগে অপ্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিয়েছে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বর্তমানেও শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

সূত্র জানায়, জুন ২০০৬ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়টিতে অধ্যাপক ৭৮ জন, সহযোগী অধ্যাপক ১১৪ জন, সহকারী অধ্যাপক ১১৩ জন, নিয়মিত মেডিকেল অফিসার ৫৭৯ জনসহ মোট ৮৮৪ জন নিয়মিত চিকিৎসক এবং পাঁচ শতাধিক প্রশিক্ষণার্থী চিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন। এর পরেও সম্প্রতি চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগে একজন সহযোগী অধ্যাপকের পদ খালি দেখিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়; কিন্তু এ বিভাগে এরই মধ্যে ব্যক্তিগত পদোন্নয়নের মাধ্যমে ৬ জন সহযোগী অধ্যাপক কর্মরত আছেন। সব মিলিয়ে এ বিভাগে ৩ জন অধ্যাপক, ৬ জন সহযোগী অধ্যাপক, ৫ জন সহকারী অধ্যাপক, ৪ জন কনসালটেন্টসহ মোট ১৮ জন নিয়মিত মেডিকেল অফিসার এবং ২৪ জন প্রশিক্ষণার্থী চিকিৎসকসহ মোট ৬৪ জন কর্মরত আছেন। অথচ এ বিভাগে রোগীর বেডের সংখ্যা মাত্র ১০টি (পুরুষ ৬টি ও মহিলা ৪টি) এবং বহিঃবিভাগে রোগী দেখার জন্য কক্ষ মাত্র ৪টি।

চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপক জানান, সারাদেশের অন্যান্য মেডিকেল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেখানে ১ জন চিকিৎসকের কাঁধে প্রায় ১০ থেকে ১৫টি বেডের দায়িত্ব পড়ছে সেখানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগে ১০টি বেডের জন্য অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও কনসালটেন্ট মিলিয়ে শুধু উর্ধ্বতন চিকিৎসকের সংখ্যা ১৮। অর্থাৎ বেডের চেয়ে চিকিৎসকের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। এ চিকিৎসকদের অনেকেই হাসপাতালে রোগী দেখার জন্য নির্দিষ্ট জায়গার অভাবে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। বহিঃবিভাগে রোগী দেখার ৪টি কক্ষে যেখানে প্রশিক্ষণার্থী চিকিৎসক বসার কথা পর্যাপ্ত জায়গার অভাবে সেখানে এখন সহযোগী অধ্যাপক এমনকি অধ্যাপকরাও বসছেন। অনেক শিক্ষক, চিকিৎসক কোন রকম কাজ ছাড়াই মাসের পর মাস বেতন নিচ্ছেন। পদোন্নতিপ্রাপ্ত সহযোগী অধ্যাপকের পদ নিয়মিত না করেই শুধু দলীয় বিবেচনায় সৃষ্ট পদ পূরণের জন্য গত ২৩ জুলাই ইন্টারভিউ নেয়া হয়। তড়িঘড়ি করে নিয়োগ প্রক্রিয়া বৈধ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত আদেশ অমান্য করে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সইকৃত নিয়োগপত্রে একই দিন থেকে ওই পদে নিয়োগ ও কাজে যোগদানের নির্দেশ দেয়া হয়।

তবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এমএ হাদী ও রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ আবদুল গফুর। রেজিস্ট্রার জানান, এর আগে কখনও ইন্টারভিউয়ের দিন নিয়োগ দেয়া না হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেকশন কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এবং ভিসির নির্দেশেই এ নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

ভিসি প্রফেসর এমএ হাদী জানান, ইন্টারভিউয়ের দিন নিয়োগ দেয়া যাবে না এমন কোন বিধি নেই। সিলেকশন কমিটির সিদ্ধান্ত হলে যে কোন দিন নিয়োগ দেয়া যায়। আমার আমলে যে কয়টি নিয়োগ দেয়া হয়েছে তার সবগুলো এভাবেই দেয়া হয়েছে। নিয়োগ সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে তিনি বলেন, এটা একটা 'মিস গিডিং'। সেখানে বলা হয়েছে এডহক নিয়োগ দেয়া যাবে না; কিন্তু যে পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে সেটা সৃষ্ট পদ। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অনুমোদন দেয়ার পরেই এ পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।